দৈনিক জনকণ্ঠ

2 1 MAR 1994

তারিখ 21 MAR
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

24

শীঘ্র বেসরকারী স্কুল কলেজ শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গঠিত হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শীঘ্রই বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক নিয়োগের জন্য 'শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হচ্ছে। এই কর্তৃপক্ষের নাম কেন্দ্রীয় শিক্ষক পুল অথবা কেন্দ্রীয় শিক্ষক ব্যাংক বা অনুরূপ কিছু হতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উৎকর্ষের জন্য সরকার গঠিত শিক্ষক নিয়োগ ও চাকরি বিধি সংশোধন-সংক্রান্ত কমিটি এ কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত হয়ে মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের এ সিদ্ধান্ত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

কমিটি তাদের সিদ্ধান্তগুলো সুপারিশ আকারে শীঘ্রই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে। মন্ত্রণালয়ের বিবেচনা এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে কর্তৃপক্ষের কাজ। কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মানের ক্ষেত্রে সমতা বিধান সহজসাধ্য হবে বলে সূত্র জানায়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক ডঃ শামসুদ্দোহা শিক্ষক নিয়োগ ও চাকরি বিধি সংশোধনী-সংক্রান্ত ৭ সদস্য কমিটির আহ্বায়ক। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব কাজী ফারুক আহমদ এর সদস্য সচিব। বাকি পাঁচ সদস্য হচ্ছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান, সরকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোজাফফর হোসেন, একেএম জহিরুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির মহাসম্পাদক আবুল কাশেম এবং অধ্যাপক ও প্রভাষক সমিতির আতাউর রহমান।

সংবিধানের ১৩৭ ধারায় আইনের দ্বারা এক বা একাধিক কর্ম কমিশন গঠনের বিধান আছে। তাই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পৃথক কর্মকমিশন গঠনের কথাও বিবেচনা করা হতে পারে। ১৯৯০ সালে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক পাবলিক সার্ভিস গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু তৎকালীন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের বিরোধিতার কারণে এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পশ্চিম বাংলায় বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক নিয়োগ-সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করে সেন্ট্রাল সিলেকশন অথরিটি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গঠনের পর বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে এ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। এরপর কোন স্কুল বা কলেজ স্থানীয়ভাবে কোন শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ ও পদোন্নতি-সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করবে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করে রাখবে। স্কুল-কলেজের প্রয়োজনের ভিত্তিতে জেলা ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ নিয়োগ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, কমিটি ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় ছাত্র ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী স্কুল-কলেজে নতুন সেকশন খোলা হবে।